

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুম্মাআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ্ তাআলা বেনাসরিহিল আযিয কর্তৃক ৯ অক্টোবর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মবারকে প্রদত্ত খুতবা জুম্মুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাই'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লায়ীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদদল্লীন।

তাশাহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে হুযূর (আ.)-এর একটি সুন্দর পদ্ধতি ছিল। তিনি কখনো কেবল এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতেন না, বরং একই অসুস্থতায় তিনি এলোপ্যাথিক ঔষধও দিতেন, আবার ইউনানী ঔষধও প্রয়োগ করতেন, আবার কেউ যদি কোনো দরকারী বা উপকারী পরামর্শ দিত তিনি তাও মেনে চলতেন। এমনকি স্বপ্নে যদি কেউ কোনো উপায়ের সন্ধান পেত, কখনো কখনো সেটির ওপরও আমল করতেন। পাশাপাশি দোয়া তো চলতেই থাকত আর একই সাথে ডাক্তার ও কবিরাজদের পরামর্শও নিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের বইপত্র থেকেও সাহায্য নিতেন। মোটকথা, তিনি চিকিৎসাকে একটি সমন্বিত রূপ দিতেন; কিন্তু তাঁর মূল নির্ভরতা ও বিশ্বাস সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র সত্তাতেই থাকত।

নবী-রসূলগণ এবং সাধারণ মানুষের মানসিক অস্থিরতার মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

“মানুষ হিসেবে কিছুটা চিন্তিত বা অস্থির হওয়া স্বাভাবিক এবং এটি মানব প্রকৃতিরই অংশ; সকল নবীও এর অন্তর্গত ছিলেন। যেমন বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর মনেও এক প্রকার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষ আর নবীদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, সাধারণ মানুষের মতো নবীদের অস্থিরতায় কখনো কোনো হতাশা বা নিরাশা থাকে না। তাঁদের এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্‌তা'লা কখনো তাঁদের ধ্বংস হতে দেবেন না।”

তিনি (আ.) আরও বলেন,

“আমার নিজের অবস্থা হলো, আমাকে যদি জ্বলন্ত আগুনেও ফেলে দেওয়া হয়, তবুও আমার মনে এই ভাবনাই আসবে যে, আমি কখনোই ধ্বংস হব না। আগুন যেহেতু মানুষকে পুড়িয়ে ফেলে, তাই সাময়িক ভয় বা অস্থিরতা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু মনে এই আশাও থাকবে যে, এখনই হয়তো আকাশ থেকে ঐশী আওয়াজ আসবে, “হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও!”

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে প্রায়ই বলতেন, কেউ ধন-সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হয়, কেউ অনেক সম্মান-সম্মতি পেয়ে খুশি হয়, আবার কেউ নিজের বিশাল জনবল ও অনুসারী দেখে গর্ববোধ করে। কিন্তু আমি এই ভেবে আনন্দে আত্মহারা যে, আমার খোদা হলেন সর্বশক্তিমান খোদা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত রিযিকদাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে, সে কখনো রিযিক থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লা সব দিক থেকে এবং অকল্পনীয়ভাবে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল বান্দার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, যে আমার প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা রাখে, আমি তার জন্য আকাশ থেকে অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করি এবং তার পায়ের নিচ থেকে তা উদ্ধার করি। অতএব, প্রত্যেকেরই উচিত একমাত্র মহান আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) প্রায়ই বলতেন: আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় মুশরিক হলো রসায়নবিদ বা কিমিয়াগাররা। এরা রিযিকের সন্ধানে এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং সেই উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করে না, যা আল্লাহ তা'লা রিযিক অর্জনের জন্য বৈধ পন্থায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তিনি (আ.) আরও বলেন:

তাকওয়া বা খোদাভীতি এমন এক অমূল্য রত্ন, যা কেউ অর্জন করলে সে যেন পুরো পৃথিবীর সব নিয়ামত পেয়ে গেল। মনে রেখো, খোদাভীর ব্যক্তি কখনো কারও মুখাপেক্ষী হয় না; বরং সে এমন এক আত্মমর্যাদায় সমৃদ্ধ থাকে যে, তার চাওয়ার আগেই আল্লাহ্‌তা'লা তা এনে হাজির করে দেন। আমি এক দিব্যদর্শনে (বা কাশফে) আল্লাহ্‌তা'লাকে দেখেছি যে, তিনি আমার গলায় হাত দিয়ে পরম স্নেহভরা কণ্ঠে বলছেন, ‘জে তুঁ মেরা হো রহেঁ, সাব জাগ তেরা হোয়ে’ অর্থাৎ, তুমি যদি আমার হয়ে যাও, তাহলে এই পুরো জগৎ তোমার হয়ে যাবে। কাজেই, এটিই হলো সেই মহৌষধ বা সুপ্ত ব্যবস্থাপত্র, যা যুগে যুগে সকল নবী, ওলী এবং পুণ্যবান বান্দাগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন। অথচ নির্বোধ মানুষেরা এটিকে বাদ দিয়ে ভেষজ লতাপাতা আর গাছের মূলের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা যদি এই একই পরিশ্রম গাছের মূল সৃষ্টিকারীকে পাবার জন্য করত, তাহলে তাদের মনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেত।

পাদ্রী আবদুল্লাহ্ আখমের জন্য ১৫ মাসের মধ্যে ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যখন ১৫ মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল, তখন কোনো কোনো সুহৃদ ও পরম অনুরাগী কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন যেন আখম মারা যায়। কিন্তু হুযূর (আ.) তাঁদের এই আচরণ খুবই অপছন্দ করেন এবং বলেন, “আল্লাহ্র বাণীর সত্যতা ও মর্যাদার বিষয়ে আল্লাহ্র চেয়ে বেশি অনুভূতি ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আর কারও থাকতে পারে কী?” তিনি (আ.) আরও বলেন, “যখন তোমরা আল্লাহ্র পাঠানো প্রেরিত পুরুষকে স্বীকার করে নিয়েছ, তখন উচিত তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত

থাকা।”

আবদুল্লাহ্ আখমের সাথে বিতর্ক চলাকালে এক পর্যায়ে কিছু জটিল প্রশ্ন সামনে আসে, যেগুলোর উত্তর কতিপয় বন্ধুর কাছে কঠিন মনে হচ্ছিল। তাদের ধারণা ছিল, এ সম্পর্কে পরামর্শ করা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজনীয় কিছু রেফারেন্স ও তথ্য খুঁজে বের করে তা হুযূর (আ.)-এর সমীপে পেশ করে নিবেদন করা হয়, হুযূর! আগামীকালের বিতর্কের প্রস্তুতি ও উত্তরের জন্য কি কিছুটা পরামর্শ করা যায়? হুযূর (আ.) মৃদু হেসে বলেন, “আপনাদের দোয়াই যথেষ্ট।”

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ বিষয়ে লেখেন, নবীগণ অধিকাংশ বিষয়েই পরামর্শ করে থাকেন এবং তাঁদের চেয়ে বেশি পরামর্শ আর কেউ গ্রহণ করেন না। তবে এমন কিছু বিশেষ মুহূর্ত আসে যখন বাহ্যিক সব মাধ্যম পরিহার করে তারা কেবল সরাসরি আল্লাহ্র সাহায্যের ওপরই নির্ভর করতে ভালোবাসেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’-এর আরবী অংশ রচনা করছিলেন, তখন তিনি দুই পৃষ্ঠার একটি বড়ো পাণ্ডুলিপি হযরত হাকীম মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-র হাতে দেন, যেন তা হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোট (রা.)-র কাছে ফার্সি অনুবাদের জন্য পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি এমন এক উচ্চাঙ্গের রচনা ছিল যার ভাষাগত অলঙ্কার ও সাবলীলতায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বয়ং খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, আল্লাহ্‌তা’লা চমৎকার একটি বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশতঃ হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-র কাছ থেকে সেই দুই পৃষ্ঠার লেখাটি কোথাও হারিয়ে যায়। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোট (রা.) যখন পৃষ্ঠাগুলো চান, তখন মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের মুখ ভয়ে ও দুঃখে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তা আর পাওয়া যায় নি। হুযূর (আ.)-কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি যথারীতি হাসিমুখে বাইরে আসেন। রাগ করা তো দূরের কথা, তিনি উল্টো নিজের পক্ষ থেকেই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়ায় মৌলভী সাহেব অহেতুক কষ্ট পাচ্ছেন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মৌলভী সাহেবের এই কষ্টের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। তারপর বলেন, আমার তো এমন গভীর বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্‌তা’লা তাঁর অশেষ অনুগ্রহে এই হারিয়ে যাওয়া কাগজের চেয়ে আরও উত্তম বিষয় লেখার তৌফিক দেবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের সেবা ও খিদমত নিঃস্বার্থভাবে, দরবেশী ও স্বল্পতৃষ্টির সাথে করে, সে নিজেই এক জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি বাহ্যিক লোক দেখানো আয়োজন ও শক্তির ওপর নির্ভর করে কাজ করে, তাতে সেই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না; কারণ তাতে আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুলের পূর্ণ স্বাদ থাকে না। অথচ যখন পুরোপুরি আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে কাজ করা হয়, তখন আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য আসে আর এসব বিষয় একমাত্র আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়।

তিনি (আ.) আরও বলেন, মূলত তাওয়াক্কুলই এমন এক শক্তি যা মানুষকে প্রকৃত সাফল্য এনে দেয়। আল্লাহ্‌তা’লা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে, আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। তবে শর্ত হলো, তাকে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তাওয়াক্কুলের প্রকৃত মর্ম বুঝে সততার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। কোনো রকম দুঃখ-কষ্ট বা প্রতিকূলতায় ভয় পেয়ে পিছপা হওয়া যাবে না।

তিনি (আ.) বলেন: যদি মানুষের ওপর দীনের চিন্তা ও দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে, তবে তার জাগতিক কাজকর্মের দায়িত্ব আল্লাহ তা'লা নিজেই গ্রহণ করে নেন। আফসোসের বিষয় হলো, প্রতিদিন বড় বড় ঘটনা ও মহামারী আবর্তিত হচ্ছে, অথচ মানুষ এতই গাফিল যে কোনো পরোয়া করে না, ভ্রক্ষেপ করে না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলের কাফিররাও বরং তাদের চেয়ে ভালো ছিল-যাদের ওপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে আসত, তখন তারা অন্তত সতর্ক হতো এবং বলত যে, এই বিপদ কেটে গেলে আমরা ঈমান আনব। কিন্তু আজকালকার কাফিররা তো তাদের চেয়েও বেশি কঠিন প্রাণ-যাদের ওপর নিত্য নতুন আযাব আসছে, নানাবিধ রূপ ও ভঙ্গিতে আল্লাহর গযব নাযিল হচ্ছে, অথচ তারা সামান্যতমও বিচলিত বা সচেতন হয় না।

আল্লাহ তা'লার প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই ওয়াদাই ছিল যে, শেষ জামানায় নানা প্রকারের আযাব ও বিপদ নেমে আসবে; সে সময়ে কিছু মানুষ তো হেদায়াত লাভ করবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'লা নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেই নিদর্শনগুলো থেকে কেবল মোমেন লোকেরাই উপকার লাভ করে থাকে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করে বলেন, আল্লাহ তা'লা এই পার্শ্বপূজারী মানুষদের হেদায়াত ও সুবুদ্ধি দিন, যেন তারা মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং নিজেদের উভয় জগতকে সুসজ্জিত করতে পারে। আর আমরা যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি, আল্লাহ যেন আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেন এবং আমরা যেন দোয়ার পাশাপাশি তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ মান অর্জন করতে সক্ষম হই এবং এতে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে থাকি।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহু ওয়া নু'মিনুবীহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়া'তি আ'মালিনা-মাইয়্যা'দ্বিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্করুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উল্ ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়াল্লা যিকুরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)